RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ৭ ফেব্রুয়ারি - ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 3, Cooch Behar, Friday, 7 February - 20 February, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

উপাচার্য-রেজিস্ট্রার পদ শূন্য পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

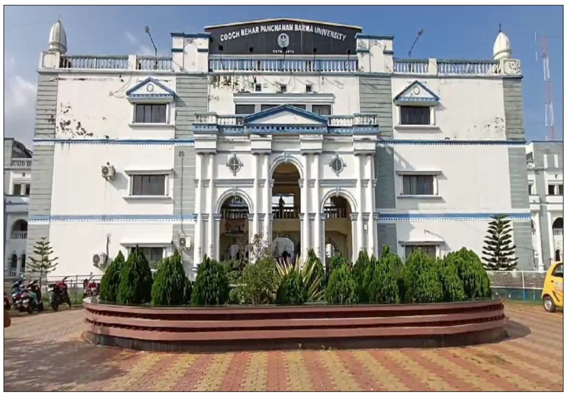

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: উপাচার্য নেই দেড় মাস ধরে। এবারে মেয়াদ শেষ হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের। ৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার রেজিস্ট্রারের মেয়াদ শেষ হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে স্বাভাবিক ভাবেই রেজিস্ট্রার পদও ফাঁকা হয়ে পড়ল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, গত ৩ জানুয়ারি মেয়াদ শেষ হয় উপাচার্যের। ওই পদে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়। তিনি ফের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। এবারে মেয়াদ শেষ হল রেজিস্ট্রারের। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এই অবস্থায় কিভাবে এগিয়ে চলবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মধ্যে কলেজগুলিতে পরীক্ষার ফি কমানো, প্রথম সেমিস্টারের ফর্ম পূরণের ফি মুকুব সহ একাধিক দাবিতে রেজিস্ট্রারের কাছে স্মারকলিপি দেয় এআইডিএসও। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়, রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে তারা জানতে পারেন তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে। পরে নানা জায়গায় ঘুরতে হয় তাদের। রেজিস্ট্রারের অফিস ওই স্মারকলিপি জমা নিলেও জানিয়ে দেওয়া হয় ওই পদে আপাতত কেউ নেই। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক বলেন, “রেজিস্ট্রারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন করে এখনও কোনও নির্দেশ পৌঁছায়নি। আমরা নির্দেশ মেনে কাজ করছি।” ওয়েবুকুপার কোচবিহার জেলার সভাপতি সাবলু বর্মণ বলেন, “রেজিস্ট্রারের মেয়াদও শীঘ্রই বাড়ানো হবে বলে আশা করছি। উপাচার্য, রেজিস্ট্রারের পদ ফাঁকা থাকলে কিছু সমস্যা তো হবেই। আশা করছি দ্রুত তা মিটবে।” এআইডিএসও’র কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম বলেন, “উপাচার্য রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে না তা হয়নি। ফি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন। অবশ্য তা নিয়ে আলোচনার কেউ নেই। এই অবস্থা কাটা প্রয়োজন।” দেড় মাসের বেশি সময় ধরে উপাচার্যহীন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসার তাপস মান্নার মেয়াদ শেষ হয়েছে। রবিবার মেয়াদ শেষ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথের। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে উচ্চশিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়ে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতরের থেকে নতুন কোনও নির্দেশ আসবে ধরে নিয়ে আশায় বসে রয়েছেন প্রত্যেকে। একসঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন থেকে শুরু করে পড়াশোনা সবেতেই তার প্রভাব পড়েছে। ইতিমধ্যেই গবেষণা সংক্রান্ত কাজ থেকে সেমিনার, আলোচনাচক্র নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। বেতন, পরীক্ষার মতো বিষয় নিয়েও জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিলেশ রায়কে। রাজ্যের তাতে কোনও সায় ছিল না। তা থেকেই জটিলতা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

টাকা ফেরত চেয়ে পরেশ কন্যার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ অঙ্কিতার নিয়োগকে ‘সন্দেহজনক’ বলে মন্তব্য করে তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়। ওই ঘটনার খবর কোচবিহারে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায়। রাজ্যের বিরোধী দল ওই বিষয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এরপরেও কিভাবে রাজ্যের শাসক দল স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কথা বলে। রাজ্যের শাসক দলের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, বিষয়টি বিচারাধীন। তাই তারা ওই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চান না। পরেশ বা অঙ্কিতাও ওই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করেননি।

২০১৮ সালে অঙ্কিতা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। তার কয়েক বছরের মধ্যেই অঙ্কিতার চাকরি নিয়ে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ ওঠে। চাকরিপ্রার্থী ববিতা সরকার কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন। সেই মামলায় ২০২২ সালের ১৭ মে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিতার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তাঁর পাওয়া বেতনের প্রায় ১৬ লক্ষ টাকাও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ মতো ওই টাকা ফেরত দেন অঙ্কিতা। পরবর্তীতে ববিতা সরকার ওই চাকরি পান। অবশ্য ববিতার চাকরি নিয়েও মামলা হয়। ওই মামলার রায় দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে যান অঙ্কিতা। তিনি বেতনের টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ অঙ্কিতার নিয়োগকে ‘সন্দেহজনক’ বলে চিহ্নিত করে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এর পাশাপাশি শীর্ষ আদালতে পরেশ-কন্যা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের ২৬ হাজার চাকরি বাতিল রায়কেও। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেটিকেও খারিজ করে দিয়েছে।

ফের ট্রেন দুর্ঘটনা জখম ৫

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: ফের ট্রেন দুর্ঘটনা হল। তবে এবার বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। তাদের মধ্যে কয়েকজন জখম হয়েছে। জখমদের প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটার বামনহাট স্টেশনে। উত্তরবঙ্গে রেল দুর্ঘটনা একটা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝেই রেল দুর্ঘটনা করছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। কখনও ট্রেন লাইনচ্যুত হচ্ছে। আবার কখনও মুখোমুখি ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। আর বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কা এতো লেগেই রয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু বিগত কয়েক বছরে প্রায় অসংখ্য বই ঘটেছে। এবার উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে আবার রেল দুর্ঘটনা। এদিন কোচবিহারের বামনহাট স্টেশনে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের বগির সঙ্গে ইঞ্জিন ‘সানটিং’ করানোর সময় দুর্ঘটনা হয়। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি বগিটি ইঞ্জিনের ধাক্কায় অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান রেলের পদস্থ আধিকারিকেরা। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই কাজের দায়িত্বে যে কর্মী ছিলেন তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। রেলের এক কর্তা বলেন, “প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ইঞ্জিন সংযোগ করানোর সময়গতি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তাতেই দুর্ঘটনা হয়েছে।”

রেল সূত্রের খবর, এদিন বামনহাট স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটির (১৫৪৬৮) ইঞ্জিনের দিক পরিবর্তন করার সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনের ইঞ্জিন দিক পরিবর্তন করার সময় হঠাৎ করে ট্রেনের ইঞ্জিনটি সজোরে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে। যার ফলে ট্রেনের ইঞ্জিনের পেছনে থাকা প্রথম বগিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই শিশু সহ পাঁচজন যাত্রী জখম হয়েছে। জখমদের উদ্ধার করে রেল পুলিশ বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চোট গুরুতর না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর টেডেটলর ছেড়ে দেওয়া হয়। একই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য ওই ট্রেনে ছিলেন। ইঞ্জিন যেখানে সংযোগ হচ্ছিল তার থেকে একটু দূরে তিন নম্বর বগিতে ছিল ওই পরিবারের সদস্যরা। তারা ওই ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। এদিন প্রায় প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর বেলা আড়াইটা নাগাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওই ঘটনার জেরে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘন্টা পর পৌনে চারটা নাগাদ বামনহাট থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। জখম যাত্রীদের একজন রিনি খাতুন বলেন,“এভাবে তো আমাদের আরও বড় ক্ষতি হতে পারত। আমরা ওদলাবাড়ি যাব বলে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠি। তারপরে এমন একটি ঘটনার মুখে পড়তে হয় আমাদের। আমরা অনেকটাই চোট পেয়েছি। যাদের গাফিলতিতে এমন দুর্ঘটনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।”

ফের মোহনের মৃত্যু, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের একটি মোহনের মৃত্যু হল। অসুস্থ হয়ে পড়ল আরও একটি মোহন। ১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের বাণেশ্বরের শিব দিঘিতে। এদিন সকালে শিব দিঘিতে দুটি কচ্ছপকে ভেসে থাকতে দেখা যায়। পরে দেখা যায় একটি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে। আরেকটি মোহন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মোহন রক্ষা কমিটির দাবি, গত এক বছরে ২৭ টি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ চারটি কচ্ছপকে সুস্থ করে তোলে বন দফতর। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত কচ্ছপের ময়নাতদন্ত হবে। অসুস্থের চিকিৎসা করা হবে।

কোচবিহারের মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, “বিষয়টি দেখা হচ্ছে। এমনিতে এবারে মোহনের মৃত্যু অনেকটা আটকানো সম্ভব হয়েছে। তবে এবারে কেন আরও মোহন মারা গেল তা খতিয়ে দেখা হবে।” বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত মোহনের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। বহু বছর ধরে বাণেশ্বরের শিব দিঘিতে প্রচুর কচ্ছপ রয়েছে। ওই দিঘি ও মোহনদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ওই দিঘি ছাড়াও মোহন রয়েছে বাণেশ্বরের নানা জলাশয়ে। সবমিলিয়ে সেই সংখ্যা কয়েক হাজার বলে দাবি মোহন রক্ষা কমিটির। অভিযোগ, শিবদিঘির মোহনদের দেখভাল ঠিকমতো হয় না। খাবারও ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া মোহনরা প্রতিনিয়ত রাজ্য সড়ক পারাপার হয়ে চলাচল করে। গত কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় বেশ কিছু মোহনের মৃত্যু হয়েছে। তা নিয়ে বাণেশ্বরে বনধ পর্যন্ত পালন করা হয়। তার পরে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তারপরেও মৃত্যু কমছে না। মোহন রক্ষা কমিটির সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, “দূষণের ফলেই কচ্ছপ মৃত্যু হচ্ছে বলে প্রত্যেকের ধারনা। মোহনদের রক্ষা করতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। জল ও মাটি পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।”

শাসক দলের দাপুটে নেতার বাড়ি সিল করল ব্যাংক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: ঋণ পরিশোধ না করায় কোচবিহারের তুফানগঞ্জের তৃণমূল নেতা বাদল কর্মকারের বাড়ি 'সিল' করলো একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক। বুধবার ১২ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে যান ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এরপরেই তা সিল করা হয়। সেই সময় তুফানগঞ্জের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে ছিলেন। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। বাদল কর্মকার একসময় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ শহর ব্লকের যুব সভাপতি ছিলেন। যদিও তিনি এখন প্রাক্তন যুব নেতা। এ বিষয়ে প্রাক্তন তৃণমূল যুব নেতার স্ত্রী পপি কর্মকার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ওই যুব নেতা এখন ওই বাড়িতে থাকেন না। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র থাকেন। তিনি বলেন, "আমরা বাড়িতে ছিলাম না। খবর পেয়ে আমি বাড়িতে আসি। এসে দেখি পুলিশ ও ব্যাঙ্কের লোকজন বাড়িতে। তারা আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাড়িটি সিল করে দেয়। কারণ হিসেবে জানায় আমার স্বামী ২০২১ সালে ওই ব্যাঙ্ক থেকে নাকি ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে। দুই এক মাস কিস্তি দিয়েছে, তারপর আর দেয়নি। তারপর ৬-৭ বার ব্যাঙ্কের নোটিশ গিয়েছে। তিনি ব্যাঙ্কের লোকের সাথে কোনও ভাবে যোগাযোগ করেননি। তারপরে আজ আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়ি সিল করে দিয়েছে ব্যাঙ্কের লোকজন। আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ফলে ছেলে ও ছেলের বউ, নাতি নাতনিকে নিয়ে এখন পথে থাকতে হবে।"

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদল কর্মকার তুফানগঞ্জ পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের বাড়িতে প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে তিনি আরও একটি বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে শহরের একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তারপর ২০২১ সালে এক্সিস ব্যাঙ্ক থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে ১১ নং ওয়ার্ডের বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়ির জমির কাগজ ও বাড়ির কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখে ওই ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ঋণ পরিশোধ করেননি। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বারবার নোটিশ দিলেও বাদল কর্মকার ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করেননি বা ঋণ পরিশোধ করেননি। তার জেরেই বাড়ি সিল করেছে ব্যাঙ্ক। কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি উৎপল দাস বলেন, "ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বাদল কর্মকারের বাড়ি সদস্যদের বের করে দিয়ে বাড়ি সিল করে দিয়েছে। এটা দুঃখজনক ঘটনা। তবে আমার বাড়িতে হামলার পিছনে ওই তৃণমূল নেতার হাত রয়েছে। সেদিন আমার খুব কষ্ট হয়েছে, যে পরিবার পরিজনকে নিয়ে বাড়ির বাইরে থাকা কতটা কষ্ট, সেদিন আমি বুঝেছি। আজ বাদল কর্মকারের পরিবার পরিজনকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে বাড়ি সিল করে দেয়। সে এখন বুঝুক যে কতটা কষ্ট হয়, পরিবার পরিজন নিয়ে রাস্তায় থাকতে।" বাদল কর্মকার বলেন, আমি ২০২১ সালে ২০ লক্ষ টাকা আক্সিস ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছি। আমাকে বারবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ তারিখ কোর্টে হেয়ারিং ছিল। কিন্তু তার আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমার বাড়িতে এসে পরিবারের লোকজনকে বের করে দিয়ে বাড়ি সিল করে দেয়। বিষয়টি আমি আদালতে দেখে নেব।"

মাধ্যমিকে পানীয় জল নিয়ে ক্ষোভ মাথাভাঙায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পানীয় জলের দাবিতে এবার ক্ষোভ ছড়াল মাধ্যমিক পরীক্ষায়। ঘটনাটি কোচবিহারের মাথাভাঙায়। ১২ ফেব্রুয়ারি মাধমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে মাথাভাঙা বালিকা বিদ্যালয়ের একদল অভিভাবক ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কি কি জিনিস নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে পারবে তা ইতিমধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করে দেওয়া হয়েছে। আর সেই নির্দেশিকাকেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে অভিভাবকেরা। এদিন নবমিতা পাল, সুস্মিতা পাল, রাজু দাসরা অভিযোগ করে জানান, জলের বোতল নিয়ে পরীক্ষা কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে সমস্যা পড়ছে পরীক্ষার্থীরা। রুমের বাইরে জলের ব্যবস্থা থাকলেও রয়েছে শুধুমাত্র একটি মাত্র গ্লাস। জল খেতে হলেই সময় নষ্ট করে বাইরে যেতে হচ্ছে গ্লাস ধুয়ে তারপরে জল খেতে হচ্ছে। সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে গতকাল পরীক্ষার্থীরা ঠিক মতন জল খায়নি। যেখানে চিকিৎসকেরা বলেন শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল পানীয় জল। অভিভাবকরা আরও দাবি করেন, ট্রান্সপারেন্ট জলের বোতল নেওয়ার ব্যবস্থা যেন করে কর্তৃপক্ষ। শুধু ওই স্কুল নয়, আরও একাধিক স্কুলের অভিভাবকেরা ওই অভিযোগ তুলেছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক কর্তা বলেন, "এই বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকায় এই বিষয়ে সব জানানো হয়েছে। বাইরে গিয়ে জল খেতে কারও যদি অসুবিধে হয় তাহলে শিক্ষকদের অনুরোধ করব যাতে জল পৌঁছে দেওয়া হয়।"

ভুয়ো চিকিৎসক সন্দেহে আটক ৫

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: ভুয়ো চিকিৎসক সন্দেহে পাঁচজনকে আটক করল গ্রামবাসীরা। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের সিতাইয়ের মোড়ভাঙ্গা আদাবাড়ি গ্রামের মধুকুড়া এলাকায়। ওই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা ভিড় জমাতে শুরু করে। তাদের ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সিতাই থানার পুলিশ। পরে আটক হওয়া ৫ জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিতাইয়ের এক পুলিশ কর্তা বলেন, "পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিতাইয়ের মোড়ভাঙ্গা আদাবাড়ি গ্রামের মধুকুড়া এলাকায় প্রচার করা হয় মাত্র পঞ্চাশ টাকা ভিজিটে ব্যাঙ্গালুরুর চিকিৎসক দেখানোর সুযোগ রয়েছে। সে অনুযায়ী এলাকার মানুষ প্রচার গাড়িতে পঞ্চাশ টাকা ভিজিট দিয়ে নাম লেখান। তারপর অভিযোগ ওঠে, ডাক্তার দেখানোর জন্য একেক গ্রামবাসীর কাছ থেকে একেক ধরণের টাকা নেওয়া হয়েছে। এভাবে কয়েকশো মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা উঠিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তা দেখে অনেকের সন্দেহ হয়। পরে কয়েকজন গ্রামবাসী খোঁজ নিতে তাদের চেম্বারে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, কোন অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কোন যন্ত্রপাতি নেই, নেই কোন ব্যাঙ্গালুরুর চিকিৎসক। তারা মাত্র ৫০ টাকার ভিজিটের লোভ দেখিয়ে শতাধিক মানুষের সাথে প্রতারণা করছে এই চক্র এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। পরে সেখান থেকে ভুয়ো ডাক্তার সন্দেহে এক মহিলা সহ ৫ জনকে আটক করা হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী দীপক কুমার দাস বলেন, "ঘটনার আগের দিন গ্রামে প্রচার করেছিল যে ব্যাঙ্গালুরু থেকে ডাক্তারবাবু আসবেন। স্বাস্থ্য চেকআপের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি থাকবে। এবং পঞ্চাশ টাকা করেও নেওয়া হয় কিন্তু সেখানে সেরকম কিছুই ছিল না। একেকজনের কাছে একেক রকমভাবে টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।"

কর্মী সঙ্কটে ছয় মাস মেয়াদ বাড়ানো হল ২৫ আধিকারিকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কর্মী সঙ্কটের জেরে ২৫ জন আধিকারিককে ছ'মাসের জন্য বিভিন্ন ডিপোতে কাজে পুনর্বহাল করল নিগম। এই কর্মীসংকটের মাঝেই নতুন আরও ৫০ টি বাস পেতে চলেছে নিগম। ১২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে পার্থপ্রতিম রায়ের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই নতুন বাস কেনার পাশাপাশি কর্মীসংকট নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিপোগুলিতে কর্মীসংকট নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরকে একাধিক চিঠি দিয়েও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়েই ওই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, '২৫ জন আধিকারিককে কাজে পুনর্বহাল করা হয়েছে। পরিবহণ ভবনকে বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন কর্মী নেওয়া হবে। তাহলে সমস্যা পুরোপুরি মিটে যাবে।" উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের অধীনে মোট ২১ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়া ছয়টি টার্মিনাস রয়েছে। নিগম সূত্রেই জানা গিয়েছে, নিগমের অধীনে সবমিলিয়ে ৩ হাজার ৭৭৫ জন কর্মী কাজ করেন। যার মধ্যে মাত্র ৪০০ জন স্থায়ী। এর বাইরেও প্রচুর কর্মী সঙ্কট রয়েছে। ডিপো ইনচার্জ, স্টোর কিপার, স্টোর অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ফুয়েল ইনস্পেকটরের মতো পদগুলি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এমনকি কোনও ডিপোতে ইউনিট চালাবার পোস্টও খালি রয়েছে। কনডাক্টর ও ড্রাইভারের অভাব তো আছেই। সম্প্রতি ১১২ জন স্থায়ী কর্মী এবং ৫০ জন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ চেয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি পরিবহণ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এজেন্সির মাধ্যমে ২১৫ জন ড্রাইভার ও ১৪০ জন কনডাক্টরকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নেওয়ার কথাও জানানো হয়। সেই প্রস্তাব পাঠানো হলেও এখনও তার অনুমোদন আসেনি। তাতেই সমস্যা বাড়ে।

সাঁইবাবার পুজোয় ক্যানসার রোগীদের পাশে দাঁড়াল অভিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাঘী পূর্ণিমায় সাঁইবাবার পুজো হল কোচবিহার স্টেশন মোড়ে। প্রত্যেক বছরই কোচবিহার স্টেশন চোপথি সংলগ্ন এলাকায় মাঘী পূর্ণিমায় ঘটা করে সাঁইবাবার পুজো। যার মূল উদ্যোক্তা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর উদ্যোগেই স্টেশন মোড়ে ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পুজোর পাশাপাশি সেখান থেকে গরিব মানুষের উপকার করার চেষ্টাও করেন অভিজিৎ। এবারে ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে পুজো কমিটি। ওই অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলাশাসক শান্তনু বালা। এছাড়া তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন সাঁইবাবার মূর্তি পালকি করে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়ে পুনরায় সেই সিড়ডি সাঁই মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়াও এদিনের এই পূজায় বিশেষ যজ্ঞ করা হয়। পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এ বছর পুজোর ১২ তম বর্ষ। কোচবিহার স্টেশন চোপথি সংলগ্ন সিড়ডি সাঁই মন্দিরে সাঁইবাবার পূজা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি তথা সাঁইভক্ত অভিজিৎ দে ভৌমিক। ভোর থেকেই পুজোর মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এছাড়াও সাঁইবাবাকে পালকি করে শহর ঘুরিয়ে পুনরায় সেই সাঁই মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিনের এই পূজায় বিশেষ যজ্ঞ রয়েছে। তাছাড়া এদিন সাঁইবাবার পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সাই ভক্তরা জানান, এদিন সকালে প্রভাত ফেরি বের হয়। সেই প্রভাত ফেরিতে সাঁইবাবাকে পালকি করে শহর ঘুরিয়ে পুনরায় সেই সাঁই মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যায় রয়েছে প্রসাদ বিতরণ। এবং সাঁইবাবার পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়।

দিল্লির জয়ে উচ্ছ্বসিত বিজেপি, মন্ডলে মন্ডলে মিছিল

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে পরাজিত হয়েছিল বিজেপি। সিতাই উপনির্বাচনেও বড় অঙ্কের ভোটে শাসক দল তৃণমূলের কাছে পরাজিত হয় কেন্দ্রের শাসক দল। যার ফলে কার্যত মুষড়ে পড়েছিলেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির কর্মসূচি কার্যত কোথাও চোখে পড়ছিল না। এমন অবস্থায় দিল্লি নির্বাচনের জয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন বিজেপির কোচবিহারের শাসক দলের কর্মী-সমর্থকরা। ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লি নির্বাচনের ফল বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে চলে আসতে শুরু করে। তা স্পষ্ট হতেই আবির নিয়ে ময়দানে নামেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। চলে মিষ্টি বিলির পালাও। কোথাও ঢাক-ঢোল নিয়ে ময়দানে নেমে যান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

দলের জেলা পার্টি অফিস তো বটেই, একাধিক মন্ডলেও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির জেলা নেতারা মন্ডলে মন্ডলে মিছিল করার নির্দেশ দেন। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "দিল্লির মানুষ পথ দেখিয়েছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের পালা। মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। দিল্লির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। ২০২৬ এ তৃণমূল আর কোনও ভাবেই এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। সংখ্যালঘুরাও বিজেপির পক্ষে থাকবে।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "দিল্লি নিয়েই থাকতে হবে বিজেপিকে। পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। দিল্লির সঙ্গে বাংলার তুলনা করে লাভ নেই। বাংলার সঙ্গে দিল্লির বিজেপি সরকার যেভাবে প্রবঞ্চনা করেছে তার জবাব তারা সবসময় পাবে।"

কোচবিহার ২০১৯ সাল থেকেই বিজেপির শক্তিশালী ঘাঁটি। ২০১৯ সালে বিজেপির প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক তৃণমূলের পরেশ চন্দ্র অধিকারীকে পরাজিত করে কোচবিহার আসন দখল করে। তারপরে ২০২১ সালের ভোটেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ২০১৯ সালে কোচবিহারের নয় আসনের মধ্যে সাতটি দখল করে বিজেপি। পরে অবশ্য উপনির্বাচনে দিনহাটা পুনর্দখল করে রাজ্যের শাসক দল। কিন্তু তারপর থেকে বিজেপির সংগঠন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে ফের সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে রাজ্যের শাসক দল। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা এমনকী সিতাই উপনির্বাচনেও বিজেপিকে কোনঠাসা করে দেয় তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচন আর বেশি দেরি নেই এই অবস্থায় দিল্লির জয়কে ঘিরে সেই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে বিজেপি।

সাইবার প্রতারণায় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার প্রতারক চক্রের পান্ডা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: এবারে সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে কোচবিহারের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করার অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে ওই শিক্ষককে ফোনের সামনে বসিয়ে রাখা হয় টানা ৭২ ঘণ্টা। শেষমেশ বিশাখাপত্তনম থেকে প্রতারককে গ্রেফতার করেছে কোচবিহারের সাইবার ক্রাইম পুলিশ। ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওই খবর জানান কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে বসে এরাজ্যে জালিয়াতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ১২ জানুয়ারি বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য খতিয়ে দেখে বিশাখাপত্তনম থেকে অভিযুক্ত পিল্লা নানিকে গ্রেফতার করে কোচবিহারের সাইবার ক্রাইম পুলিশ। ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সচেতনতা বাড়াতে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু, তার মধ্যেও প্রতারণা চলছেই। কিছুদিন ধরেই সাইবার প্রতারণা নিয়ে বাসিন্দাদের সতর্ক করে যাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, বর্তমানে সাইবার প্রতারণা যে পদ্ধতিতে করা হচ্ছে তাকে পুলিশি ভাষায় 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' বলে। যে যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা ওই চক্রের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি তুফানগঞ্জের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ভিডিয়োকলে ফোন করে ধৃত। নিজেকে সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে ওই শিক্ষককে ভয় দেখাতে শুরু করে। বেশ কিছু নথিপত্র দেখিয়ে ধৃত দাবি করে, ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে বলেও ভয় দেখায়। ৯ জানুয়ারি ভয় পেয়ে অভিযুক্তের দেওয়া একাউন্টে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেয় ওই শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষকের কাছে আট লক্ষ টাকা দাবি করে। কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় ১১ জানুয়ারি ওই শিক্ষক পুলিশের দ্বারস্থ হয়। কোচবিহার সাইবার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে একের পর এক তথ্য হাতে পেয়েছে। তার মধ্যে যে একাউন্টে ওই টাকা দেওয়া হয়েছে তার তথ্য রয়েছে। সে মতোই পিল্লার খোঁজ পায় পুলিশ। গত ২৮ জানুয়ারি বিপন সুব্বা ও মৃণাল লামার নেতৃত্বে চার সদস্যের এক পুলিশ টিম বিশাখাপত্তনমে পৌঁছায়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সুপার জানান, মহারাষ্ট্রের আরেকটি আর্থিক প্রতারণার সঙ্গেও অভিযুক্ত যুক্ত রয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, "সাইবার প্রতারণার মামলায় একটি বড় সফলতা।"

রাজ্য ভাওয়াইয়া শুরু হল বলরামপুরে

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: রাজ্য ভাওয়াইয়া বরাবর কোচবিহারের একটা আবেগ। সেই অনুষ্ঠান ঘিরে চাঁদের হাট বসল কোচবিহারের বলরামপুরে। ৩ ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদ ও নায়েব আলি টেপুর জন্মস্থান বলরামপুরে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আসর বসে। চারদিন ধরে ওই প্রতযোগিতা চলে। ভাওয়াইয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির চেয়ারম্যান তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মণ, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ উপস্থিত ছিলেন। অনেককে নেতা-মন্ত্রীর আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এটা সরকারি অনুষ্ঠান। প্রত্যেককেই চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এরপরে কারও যদি কোনও অসুবিধে বা কাজ থাকে সেটা অন্য বিষয়। যারা ভাওয়াইয়াকে ভালোবাসে তাঁরা এদিন ঘরে বসে থাকতে পারে না।"

চারদিন ধরে চলে রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠান ঘিরে শুরু থেকেই কিছুটা বিতর্ক শুরু হয়। রাজ্য সরকার অনগ্রসর কল্যাণ দফতর প্রথম যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাতে নাম ছিল না সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার নাম। জগদীশ তা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে জগদীশের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মণ বলেন, "এই এলাকার সকল মানুষ ভাওয়াইয়া গান ভালোবাসেন। সাংসদ-বিধায়করা যারা আসেননি তারা হয়তো কোনও অসুবিধের কারণে আসতে পারেননি। আরও তিনদিন অনুষ্ঠান রয়েছে। আমার বিশ্বাস সকলেই আসবেন।" ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শেষ হয়। চারদিনের ওই অনুষ্ঠানে দুটি বিভাগে (দরিয়া ও চটকা) ১২৮ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। আমন্ত্রিত শিল্পী জলপাইগুড়ির পম্পা সিংহ রায়, অসমের পন্ডিত ললিত রায়, কোচবিহারের নজরুল ইসলাম, হিমাদ্রি দেউরি, সুকন্যা মোস্তাক সহ ষাট জন ছিলেন। প্রতিযোগিতার 'দরিয়া' বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে সোনালী বর্মণ, পীযুষ রায় ও রিয়াঙ্কা রায়। চটকা বিভাগে প্রথম হয়েছে মার্টিনা সিংহ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে দিলীপ দাস ও লাবনী রায়। রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, যারা প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে মঞ্চ থেকেই পুরস্কার দেওয়া হয়।।

আবাসের ঘর পেয়েছে বিজেপি বিধায়কের ভাই, প্রচারে তৃণমূল

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আবাস প্রকল্প নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে আবাসের টাকা বন্ধ রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তা নিয়ে দীর্ঘসময় টানাপোড়েন চলেছে। এই অবস্থায় রাজ্যের তরফ থেকেই আবাস প্রকল্পে ঘর দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। যা নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই। গরিব মানুষের বদলে তুলনামূলক স্বচ্ছলকে মানুষকে আবাসের ঘর দেওয়া হয়েছে বলে বিক্ষোভ হয়েছে কোচবিহারের বহু জায়গায়। আবার বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শুধু বিজেপি করার জন্যে বহু গরিব মানুষের নাম আবাস প্রকল্প থেকে কেটে দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। যা নিয়ে প্রবল আপত্তি রয়েছে রাজ্যের শাসক দলের। এমন অবস্থায় ৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পুন্ডিবাড়ি এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে যান তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সেখানে তিনি দাবি করেন, আবাসের ঘর পেয়েছে কোচবিহার উত্তরের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের আত্মীয়। কিছুদিন ধরেই অভিজিৎ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দলেরও প্রচার করেন। সেই সঙ্গে বাসিন্দাদের কার কি অসুবিধে সেটাও শোনেন তিনি। এদিন ওই এলাকায় যারা আবাসের ঘর পেয়েছেন তাঁদের কয়েজনের বাড়ি যান তিনি। তার মধ্যে ছিলেন বিজেপি বিধায়কের আত্মীয় খুশিমোহন সরকার। যিনি সুকুমারের মামাতো ভাই বলে পরিচয় দিয়েছেন। অভিজিৎ বলেন, "বিজেপি এবার থেকে আর পক্ষপাতের অভিযোগ করতে পারবে না। বিজেপি বিধায়কের ভাই আবাসের ঘর পেয়েছে। এটা থেকে পরিস্কার যে গরিব মানুষকেই ঘর দিয়েছে রাজ্যের সরকার। সেখানে কে কোন দল করে তা দেখা হয়নি।" খুশিমোহনও বলেন, "আমরা গরিব মানুষ। টোটো চালিয়ে দিনযাপন করি। ঘরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সরকারি ঘর পেয়ে উপকৃত হয়েছি।"

বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় খুশিমোহন যে তাঁর আত্মীয় অস্বীকার করেননি। সুকুমারের খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে ওই পরিবারের আত্মীয়তা রয়েছে। বিজেপি বিধায়ক বলেন, "গরিব মানুষ ঘর পেয়েছেন ভালো হয়েছে। তবে বিজেপি করার অপরাধে প্রচুর গরিব মানুষের নাম আবাসের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকাও ছবি সহ আমরা তুলে দেব।"

বাস ও স্করপিও'র মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বেসরকারি বাস ও স্করপিও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু সহ ৫ জন জখম হয়েছে। শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি সংলগ্ন পলিটেকনিক কলেজের সামনে। পরে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে জখমদের উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় সবসময় যানজট লেগেই থাকে। তার মধ্যে কিছু গাড়ি জোর গতিতে চলার চেষ্টা করে তাতেই দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিন স্থানীয় মানুষজন জানান, চিকিৎসকের স্টিকার লাগানো একটি স্করপিও গাড়ি করে এক শিশু সহ তিন জন মহিলা নিয়ে শিলিগুড়ির দিক থেকে

কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে কোচবিহার থেকে একটি বাস অসমের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি সংলগ্ন পলিটেকনিক কলেজের সম্মুখে ওই দুটি গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেই সময় আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন সামনের সিটে বসা এক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছে। এক শিশু সহ যারা পিছনে ছিলেন তারাও জখম হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। তবে অসমগামী যাত্রীবাহী বাসের কোন যাত্রী জখম হয়নি।

কুম্ভে হারিয়েও বাড়ি ফিরলেন জয়া হরিজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কুম্ভমেলায় গিয়ে পরিজনদের হারিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন কোচবিহারের এক বৃদ্ধা। পরে ট্রেন ধরে একা বাড়ি ফেরেন তিনি। কোচবিহারের শহরের হরিজনপল্লির বাসিন্দা ওই বৃদ্ধার নাম জয়া হরিজন। জয়া হরিজন ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুরে একা ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরেছেন। মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে চোখে জল চলে আসে জয়া হরিজনের ছেলেমেয়েদের। তাঁর ছেলে দীপু হরিজন বলেন, "মাকে খুঁজতে আমরা কুম্ভে চলে এসেছিলাম। বহু জায়গায় খুঁজেও মাকে পাইনি। এখন বাড়ি থেকে ফোন করে জানালো মা ফিরে এসেছেন। খুব খুশি হয়েছি। আমরাও বাড়ির পথে রওনা হয়েছি।" জয়া হরিজন বলেন, "২৯ জানুয়ারি স্নানের পর প্রচন্ড ভিড়ে আমরা আলাদা হয়ে যাই। আমি আর কাউকে খুঁজে পাইনি। পরে ভিজে কাপড়ে এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ি। একজন খাওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। এছাড়াও অনেক মানুষ সহায়তা করেছে। গুয়াহাটির বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁদের সঙ্গেই স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে চেপে বসি। বাড়ি ফিরে ভালো লাগছে।"

বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে বিএসএফের এডিজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করলেন বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের এডিজি রবি গান্ধী। ৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার তিনদিনের সফরে কোচবিহারে এসে পৌঁছান এডিজি। প্রথমদিন তিনি বিএসএফের কোচবিহার অফিসে একটি বৈঠক করেন তিনি। সেখানে গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের আইজি সঞ্জয় গৌর উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফ সূত্রের খবর, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সীমান্তে নজরদারি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তারপরেও কোথাও কোনও সমস্যা হবে কি না সে বিষয়ে কথা বলেন তিনি। এডিজি স্পষ্টভাবে, সীমান্তের অখন্ডতা রক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে সীমান্তের বাসিন্দাদের যাতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সে বিষয়েও পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া। অনুপ্রবেশ রুখতে পুরোপুরি কড়া অবস্থান নিতে বলেছেন এডিজি।

সম্পাদকীয়

এ দায় কার!

অল্প সময়ের মধ্যে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। এ কথা অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি কোনও ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে তা কতটা কষ্টের হতে পারে! শুধু কষ্ট নয়, এমন মৃত্যু হাজার হাজার অভিভাবকের মনে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আসে। এতটা পড়াশোনার পর পরিবারের ছেলে বা মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ইচ্ছে প্রত্যেক অভিভাবকের ইচ্ছেতে থাকবে। আশা করবে, একদিন পড়াশোনা শেষ হলে বাড়ির সেই ছেলেটি বা মেয়েটি একদিন সবার মুখ উজ্জ্বল করবে। শুধু তাই নয়, পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে আসবে। কিন্তু তার বদলে যদি বাবা-মাকে তার দেহ বয়ে আনতে হয়, তাহলে তা কতটা কষ্টের হতে পারে। সেই কষ্ট বয়ে নিয়ে গেল বিহারের এক পরিবার। যে ছেলের চিকিৎসকের শংসাপত্র পেতে আর দুই মাস বাকি ছিল, তাঁর দেহ বয়ে নিতে যেতে হয়েছে বৃদ্ধ বাবাকে। কেন এমন হল? তার দায়ভার কে নেবে? পরিবার? কলেজ কর্তৃপক্ষ? প্রশাসন? না কি কেউ নয়? এর বিহিত করা প্রয়োজন। এমন ছেলেমেয়েদের যেন এইরকম করুন পরিনিতি না হয় তার জন্য সকলকেই দেখতে হবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পণ্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

কল্কি

...অমিতাভ চক্রবর্তী

মন চলো নিজ নিকেতনে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই গানটা গেয়েছিলেন। "নিকেতন" জিনিসটা কি? সেই নিকেতনে গেলে কি পাওয়া যায়!!! আর মন সেই নিকেতনে যাবেই বা কেন !!! রসস্বাধনের জন্য জন্য ইন্দ্রিয়ের হাজার দুয়ার খোলা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক! এক এক মাধ্যমের এক এক অনুভূতি। এই ইন্দ্রিয়গুলো স্পন্দন গ্রহণ করার মালিক। এদের রসস্বাধনের ক্ষমতা নেই। তবে এই রস পান করে কে? মন! না মনের আড়ালে আর একজন। ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। আমার দশা তাই। বিচিত্র ভাবনা বিচিত্র চিন্তা মনকে প্রায়শই ভাবিত করে চলেছে। তবে আমি স্থির এই সিদ্ধান্তে যে মনের আড়ালে আর একটা মন আছে। সেই মন আমার কিনা জানি না। তবে কার ? প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে মন ভিক্ষা করে। বলে তোমার মনে আমাকে স্থান দাও। মনে স্থান দিলে কি হয়। অমরত্ব পাওয়া যায় কি? প্রেম কি অমরত্বের সন্ধান দেয়? অমরত্ব কি? মরে গিয়েও কি বেঁচে থাকা? প্রশ্ন অনেক। সে যাই হোক। ১৯৯২ সাল। বেনারস গেছি। কাশী বললে আরো ভালো। আজ থেকে ৩০ বছর আগে। বয়স কম জন্য অনেকেই তাদের আশ্রয়ে স্থান দিতে চায়নি। কেন গেছি কি কারণে গেছি সে কথা আপাতত উহ্য থাক। সরোজ গেস্ট হাউসে আমার থাকাটা যখন স্থির হয়ে গেল সত্যি সত্যি আমি নিজেকে বিদেশে নিরাপদ ভেবে নিয়েছি। গঙ্গাজীর (কাশীতে গঙ্গাকে সবাই গঙ্গাজী বলে ডাকে) ধারে একটি ছোট গলিতে সেই নিবাসস্থল। কম পয়সায় ঘর পাব জন্য সেই গেস্ট হাউসের ছাদ সংলগ্ন ঘরটাই ছিল আমার ক্ষণিক আশ্রয়ের ঠিকানা। গ্রীষ্মকালের দাবদাহ কি ভয়ানক হতে পারে, তার চূড়ান্ত নিদর্শন ছিল সেই ছাদ সংলগ্ন ঘর। মা অন্নপূর্ণার শহরে কেউ ভুবুক্ষু থাকে না। আমিও থাকিনি। আর রাত গড়াতেই সরোযজী, যিনি গেস্ট হাউজের কর্মী (উনি কেন যে আমাকে ভালবেসে ছিলেন সে কথা আমি বলতে পারবো না) আমার ছাদ সংলগ্ন ঘরে এসে বললেন, চলিয়ে, ঘুমকে আতে হে। রাত প্রায় দশটা বাজে। আমি বললাম, কাঁহা? আরে বাঙালিবাবু, ইয়ে মউশমমে কাশী রাতমে জাগতি হ্যায় আউর দিন মে শোতি হ্যায়। চলিয়ে....কাশীমে সব মোক্ষস পানে কি লিয়ে আতে হ্যায়। মোক্ষ? নির্বান!! স্যালভেসন!!! কি বলছে আমার গেস্ট হাউসের কর্মী!!!! বিশ্বাসে ভর করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কাশীর শ্মশান দেখার খুব ইচ্ছা। শুনেছি কাশীতে কেউ মারা গেলে তার আর জন্মলাভ হয় না। আপ মুঝে মানিকর্নিকা ঘাট লে যা শাক্তে হো কেয়া? কিঁউ নেই বাবু? উহাপে সাধু লোগ সে মিলেঙ্গে। সাধু লোগসে মিলনা চাহিয়ে। আমি কাশীর রাস্তায় নেমে এলাম। চতুর্দিকে দোকানিরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে। কে বলবে রাত দশটা বাজে? মণিকর্ণিকা ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল। কোথা দিয়ে উনি নিয়ে এলেন আমি টের পাইনি। মরা পুড়ছে। তার একপাশে চারজন গেরুয়া বসনধারী বসে রয়েছে। আমি আর সরোজজি সেই চারজনের পাশেই গিয়ে বসলাম। কথোপকথন শুরু হলো এবং হিন্দিতে। হিন্দি বুঝতে পারলেও হিন্দি আমি ঠিক বলতে পারি না। তথাপি কাজ চালানোর মত বলার কসুর করলাম না। কল্কেতে গাঁজা খাচ্ছে সবাই। আমার দিকেও সেই কলকে এগিয়ে এলো। গাঁজা আমি খাইনি এ কথা বলব না। কল্কের থেকে সিগারেটই স্বাচ্ছন্দ্য ছিলাম বেশি। তবে কল্কেতে গাঁজা খাওয়ার স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে সার্বজনীনতা আছে। মিনিট দশের পরে মন হলো উর্ধ্বগামী। জগৎ সংসার লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে রকেটের মতো মহাকাশের অজানায় উড়ে চলে গেল। অজানা অচেনা শহরের শ্মশানে আমি তখন এক গাঁজাখোর। ধর্মের কথা মাথায় ঢোকা দূরে থাক। দেখছি চতুর্দিকে আগুন আর আগুন। মানুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হচ্ছে। (মোক্ষ কি?) সবাই ভজন গাচ্ছে। অবাঙ্গালী সাধুরা আমাকে ধরে বসল একটা ভজন গাইবার জন্য। আমি ভোজন জানি। কিন্তু ভজন গীত কিভাবে গাওয়া হয়, তার কিছুই জানি না। সার্বজনীন কল্কে কয়েকবার নিজ বৃত্তে পরিভ্রমণ করে ফেলেছে। আমি কি গাইবো? কি জানি!!! শ্মশান দেখতে এসেছিলাম। দেখা পূর্ণ হয়েছে। বাবুজি গাইয়ে না!!! কোই গীত তো শুনাও। সরোজজী বলে বসলেন। চতুর্দিকে আগুন। আমি গুনগুন করে উঠলাম রামপ্রসাদী ঢঙে। "আমার এমন দিন কি হবে মা তারা। যবে তারা তারা বলে নয়নবেয়ে পড়বে ধারা। আমি ত্যজিব সব ভেদাভেদ। ঘুচে যাবে মনের খেদ। শত শত সত্য বেদ। তারা আমার নিরাকারা।" অনেক্ষন গাইলাম। সবাই চুপ। সাকার জগতে আমি নিরাকারের গান গাইলাম। শব্দার্থ কেউ অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু কিছু যেন হয়েছে। সবাই চুপ। রামপ্রসাদ সেন, আমার বাঙালী কালীপ্রেমিক, তার মন দিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে কাশীর শ্মশানচারীকে। আগুন জ্বলছে। এ আগুনের নির্বাপণ হবে না। সরোজজী আমার মৌতাত ভাঙালেন। আভি ঘর জানা হ্যায়। রাত আভি দো বাজ চুকে হ্যায়। সেই মন। যা নিয়ে শ্মশানে এসেছিলাম আর যা নিয়ে যাচ্ছি। সরোজজীর কথা কানে এখনো শুনে চলেছি, চলিয়ে বাবুজি। ঘর জানা হ্যায়। ওই যে ঘুরেফিরে মন!!! ঘরে ফেরাতে পারে মন। মন তো বাউন্ডুলে। সে বিশ্ব সংসারের সংবাদদাতা। প্রতিনিয়তই প্রশ্ন করে চলেছে.......সাংবাদিকদের মতো। কিন্তু ঘরের উত্তর কে দেবে??????

লিভার পরিষ্কার করতে লেবু-আদার জল আদৌ কতটা উপকারী?

শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির মধ্যে অন্যতম হলো লিভার। এটি ডিটক্সিফিকেশন, প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং হজমশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ৫০০টিরও বেশি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে। আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি, দূষণ এবং চাপের প্রভাবে প্রায়ই বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক পদার্থ লিভারে জমা হয়। এর জন্য অনেকেই খাদ্যতালিকায় লিভার পরিষ্কার করার পানীয় রাখেন। তাঁদের বিশ্বাস, এর ফলে লিভারের কার্যকারিতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই সামগ্রিক স্বাস্থ্যও উন্নত হয়।

লিভার ডিটক্স করার একটি সাধারণ পানীয় হলো লেবু-আদার জল। ইন্টারনেট থেকে পড়ে অনেকেই নিয়মিত এই পানীয় গ্রহণ করেন। যদিও বিশেষজ্ঞদের দাবি, লেবুর-আদার জল যে লিভার পরিষ্কার করতে প্রত্যক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তেমন কোনও প্রমাণ গবেষণায় মেলেনি। তবে লিভার পরিষ্কার এবং ডিটক্স পানীয় খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে। অবশ্য এর প্রভাবও খুব বেশি হয় না। এই পানীয়গুলি শুধু সুস্থ জীবনযাত্রার পরিপূরক হিসেবে ভালো এবং এতে উপস্থিত পুষ্টি লিভারের সামান্য যত্ন নেয়।

লেবু আদা জল

ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ লেবু লিভারের ডিটক্সিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আদা হজমের জন্য ভালো। এ ছাড়াও লিভার থেকে চর্বি এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে এই পানীয় খানিকটা সহায়তা করে।

বিটরুটের রস

বিটরুট লিভারের কার্যকারিতা উদ্দীপিত করার জন্য আদর্শ। এটি লিভারের কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। বিটেইন (এক ধরণের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট), নাইট্রেট এবং ফাইবার সমৃদ্ধ বিটরুট পিত্ত প্রবাহকে সমর্থন করে। ফলে চর্বি ভেঙে ফেলতে এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার জন্য এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এটি লিভারে প্রদাহও কমায়।

হলুদ চা

হলুদের সক্রিয় যৌগ কারকিউমিন, পিত্তের উৎপাদনকে উদ্দীপিত করতে এবং বিষাক্ত পদার্থের কারণে লিভারের কোষগুলিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। এটি প্রদাহ কমাতে এবং লিভারের নতুন কোষ তৈরি করতেও বেশ উপকারী।

গ্রিন টি

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ সুপরিচিত পানীয় গ্রিন টি-তে থাকে ক্যাটেচিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি লিভারের চর্বি কমাতে এবং রোগ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। নিয়মিত সেবনে শরীরে টক্সিন জমা বন্ধ হতে পারে।

শসা এবং পুদিনার ডিটক্স ওয়াটার

ভিটামিনে সমৃদ্ধ শসা শরীরকে আর্দ্র রাখতে এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে পুদিনা পাচনতন্ত্রকে ভালো রাখে। এমনকী লিভারের কার্যকারিতাকেও উন্নত করে।

 Vol: 29, Issue: 3, 7 February - 20 February, 2025 পূর্বোত্তর

চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ডিগবাজি দশ কাউন্সিলরের

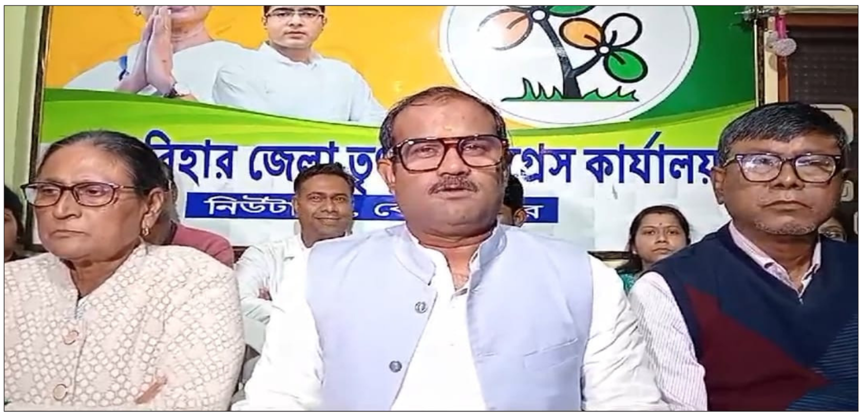

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: অনাস্থা প্রস্তাব পাশের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ধমক খেয়ে ডিগবাজি দিল তুফানগঞ্জ পুরসভার বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কাউন্সিলারা। শুক্রবার তৃণমূলের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন ওই কাউন্সিলরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর ও ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন। সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, দলের নির্দেশে অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকর করা হবে না। যারা যে দায়িত্বে রয়েছেন তারা সেই দায়িত্বেই থাকবেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, তুফানগঞ্জ পুরসভায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। গতকাল আমাদের কাউন্সিলাররা বৈঠক করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা পরপর তিনবার আলোচনা করি। আজ আবার সকল কাউন্সিলারদের নিয়ে চতুর্থ বৈঠক হয়। সেখানে কাউন্সিলারের সঙ্গে চেয়ারম্যানের যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা মিটে যায়। এখন তারা আর অনাস্থা চাইছেন না। চেয়ারম্যান কৃষ্ণা ঈশোরেই থাকছেন। পুরসভার কাজ যেমন ভাবে এতদিন চলছে, তেমনি চলবে। পুরসভার উন্নয়ন কাজ আরও জোর গতিতে চলবে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান আমরা সকলে মিলে এক সাথে ভাইবোনের মতো করে কাজ করি মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষের কাজের জন্যই আমরা এই জায়গায় এসেছি। যেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে সাধারণ মানুষের কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, তার প্রতি দায়বদ্ধতা রেখেই আমাদের একসাথে চলতে হবে, এটাই আমাদের বার্তা।"

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তুফানগঞ্জ পুরসভায় উন্নয়ন কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্থা ও ভরসা অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য। তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক দল লোকসভা ভোটে সাত হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছে। তার মধ্যে তুফানগঞ্জ পুরসভা এলাকায় ৩৮০০ ভোটে পিছিয়ে রয়েছে। সেখান থেকে দলকে কিভাবে আরও মজবুত করে যায় সেই চেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তুফানগঞ্জ পুরসভায় বারো জন কাউন্সিলর রয়েছে। চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সরানোর দাবি করে দশ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন। বৃহস্পতিবার তলবিসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যেই সেখানে পৌঁছান তৃণমূল জেলা সভাপতি। তাঁর সঙ্গে বৈঠকের পর জানানো হয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই প্রস্তাব কার্যকর করা হবে না। তার চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই পুরো সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানানো হয়। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুধাংশু শেখর সাহা বলেন, "আমাদের সাথে চেয়ারপার্সনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমরা তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। গতকাল সেই বিষয় নিয়ে আমরা পুরসভায় আলোচনা করি এবং অনাস্থা পাশের সিদ্ধান্ত নেই। যা আগামী ১৮ তারিখ কার্যকর করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যের নেতৃত্ব ও জেলা সভাপতির হস্তক্ষেপে আমরা বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসি। সেখানে আমাদের যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা মিটে গেল। আগে যিনি চেয়ারপার্সন ছিলেন তিনি থাকবেন।" চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর বলেন, "জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে আমার সাথে কাউন্সিলারদের যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা মিটে গিয়েছে। আমরা এখন সবাই মিলে এক সাথে কাজ করব। দিদির ও জেলা সভাপতির নির্দেশ মেনে আমাদের কাজ করতে হবে।"

ভ্যালেন্টাইন ডে-তে গোলাপের পসরা

নির্বিঘ্নেই শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা

শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা

নির্বিঘ্নেই শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। ধরে নেওয়া হয় জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। মধ্যশিক্ষা পর্যদ তো বটেই ওই পরীক্ষা ঘিরে ময়দানে থাকে পুলিশ-প্রশাসন থেকে সমস্ত প্রশাসনিক দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ১০ ফেব্রুয়ারি সোমবার বাংলা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়।

মাধ্যমিকে অনুপস্থিত এক হাজার

মধ্যশিক্ষা পর্যদ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে এবারে কোচবিহারের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৬ হাজার ৪৩ জন। তার মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ৩৫ হাজার ১৯ জন। বাকি এক হাজার ৪৩ জন ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত ছিল। তার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা রয়েছে ৭৬৯ জন। ছাত্র রয়েছে ২৫৫ জন। প্রথমদিনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোচবিহারে অনুপস্থিত থাকল এক হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা ছিল ইংরেজি। ওই পরীক্ষাতেও অনুপস্থিত ছিল এক হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী।

পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ ছয়

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনের পরীক্ষায় কোচবিহার জেলার দিনহাটা, শীতলকুচি ও মেখলিগঞ্জে ছয়জন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বাকিরা পরীক্ষা দিতে পারলেও একজন অসুস্থতার কারণে দিতে পারেনি। মধ্যশিক্ষা পর্যদের কোচবিহার জেলার আহবায়ক সঞ্জয় সরকার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "প্রথমদিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।" চিকিৎসার জন্য তৈরি রাখা হয়েছে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজের মেডিকেল বোর্ড। নজরদারি রাখেন কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল

কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ।

নজর রাখলেন জেলা পুলিশ সুপার

এদিন কোচবিহারের একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। পরীক্ষার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছে। কোথাও যাতে যানজটের পরিস্থিতি তৈরি না হয় সে জন্য একাধিক জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। টহলদারি পুলিশ ভ্যানও ছিল বহু জায়গায়।

চলল নিগমের অতিরিক্ত বাস

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত বাস পরিষেবা দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বিভিন্ন রুটের পরীক্ষার জন্যে অন্ততপক্ষে একশোটি বাস বেশি চালানো হয় বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি জানিয়েছেন, যে কয়েকদিন পরীক্ষা চলবে অতিরিক্ত পরিষেবা চালু রাখবে নিগম।

পরীক্ষার্থীদের পাশে শঙ্কর

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন গাড়ির চালক শঙ্কর রায়। কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি এলাকার বাসিন্দা শঙ্কর গাড়ির চালক হলেও তিনি সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। নানা কাজে তিনি মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এদিন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনে পয়সায় পরিষেবা দিয়েছেন তিনি।

বিএসএফের উপরে হামলা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের ভারত-বাংলা সীমান্তে ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটার গীতালদহ নারায়ণগঞ্জ সীমান্তে। অভিযোগ, ওই এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। চোরাকারবারের সঙ্গে তারা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে বলে বিএসএএফ আশঙ্কা প্রকাশ করে। বিএসএফ জওয়ানরা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পরে বিএসএফের বাধায় পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করে দুই দেশের স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক, দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। পুলিশের এক কর্তা বলেন, "আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।"

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গীতালদহের নারায়ণগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় সীমানায় বর্তমানে বিএসএফের ৩ নং ব্যাটেলিয়ান মোতায়েন রয়েছে। এদিন সেখানে বিএসএফ জওয়ানরা টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েকজন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। তা নজরে আসে বিএসএফের ৩ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশি চোরাচালানকারীদের বাধা দেয় কর্তব্যরত জওয়ানরা। সেই সময় অতর্কিত বিএসএফের ওপর পাল্টা হামলা চালায় চোরাচালানকারীরা। এই ঘটনায় জখম হন দুই বিএসএফ জওয়ান। এরপরেই সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। তবে ওই ঘটনায় এবং আহতের বিষয়ে বিএসএফের তরফ থেকে এখনও কোনও কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পাঁচ হাজার কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হলে ওই সীমান্তের একাধিক জায়গায় উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার মধ্যে রয়েছে মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও কোচবিহার। সর্বত্র সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়। এছাড়া এই সীমান্তগুলি দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগ ওঠে। বিএসএফ সূত্রেই জানা গিয়েছে, জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও করা হয়। সে সব কথা মাথায় রেখে কড়া নজরদারি শুরু করা হয়। কয়েকদিন আগে তিনবিঘা সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতার নির্মাণ নিয়ে বিজিবি'র (বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ) সঙ্গে বিবাদ তৈরি

হয় ভারতীয় বাসিন্দাদের। পরে বিএসএফের মধ্যস্থতায় দুই কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়। এখনও চার কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি ফুলকাডাবড়ি সীমা চৌকির পাশে ভারতীয় চা-বাগান ও ফসল নষ্টের অভিযোগ উঠেছিল বাংলাদেশী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সে সব কথা মাথায় রেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারই ফল হিসেবে এদিন পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য রুখে দিয়েছে বিএসএফ।

টাটা এআইজি-এর নতুন প্রচারণা 'পরিবারের মতো পাশে, সব সময় তোমার সাথে'

শিলিগুড়ি: টাটা এআইজি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ভারতের একটি অন্যতম বীমা প্রদানকারী সংস্থা, তাদের লেটেস্ট ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন, 'পরিবারের মতো পাশে, সব সময় তোমার সাথে' চালু করেছে। ক্যাম্পেইনটি জীবনের সকল পর্যায়ে প্রিয়জনের পাশে থাকার সেই অব্যক্ত কিন্তু গভীর আশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলেছে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য এই ক্যাম্পেইনটি বাবা ও ছেলের গভীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে, যা বেশিরভাগ সময়েই অব্যক্ত রয়ে যায়। টিবিডব্লিউএ-র তৈরি এই ক্যাম্পেন ফিল্মটি বাবা ও ছেলের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি দেখিয়েছে। শুরুতেই দেখা যায়, ছোট ছেলেকে স্নেহের সাথে তার বাবা আগলে রাখেন এবং একটি নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করে। ছেলেটি বড় হতে থাকলে, বাবা তার পড়াশোনায় গাইড করেন, ক্যারিয়ারের পথে পাশে থাকেন। পরবর্তীতে দায়িত্বের ভার পাল্টে ছেলেটি তার বাবার সুস্থতা ও ভালো থাকা নিশ্চিত করে। এই ফিল্মটি তুলে ধরে যে নিরাপত্তা কেবল বড় কোনো মুহূর্তে নয়, বরং সেই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, যা সম্পর্কের আসল অর্থকে গড়ে তোলে। এই প্যান-ইন্ডিয়া ক্যাম্পেনটি ছয়টি আঞ্চলিক ভাষায় টেলিভিশন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, ওটিটি এবং আউটডোরসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হবে, যাতে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছানো যায়। এই প্রসঙ্গে শেখর সৌরভ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মার্কেটিং হেড, টাটা এআইজি, বলেন, "আমাদের এই ক্যাম্পেনটি বাবা-ছেলের সম্পর্কের সেই শক্তিশালী বন্ধনকে তুলে ধরেছে, যা বেশিরভাগ সময়ই আলোচিত হয় না। বড় হওয়ার সাথে সাথে তারা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করলেও, প্রয়োজনের সময় সবসময় পাশে থাকে। আমরা এর মাধ্যমে বোঝাতে চাই যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সও পরিবারের মতোই, যা জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যেও অটুট প্রতিশ্রুতি ও সহায়তা নিয়ে পাশে থাকে।" টাটা এআইজি-র হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানগুলি প্রচুর কভারেজ প্রদান করে, যা হাসপাতালে ভর্তি, আউটপেশেন্ট কেয়ার এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, এটি নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন PCOS ও বন্ধ্যাত্বের জন্য বিশেষ অ্যাড-অন কভারেজ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা হিসেবে স্ক্রিনিং ও থেরাপির সুবিধা দেয়।

গুজরাট ইনজেক্ট (কেরালা) লিমিটেড-এর উল্লেখযোগ্য ফলাফল

কলকাতা: গুজরাট ইনজেক্ট (কেরালা) লিমিটেড, একটি বিশিষ্ট কৃষি কোম্পানি, ২০২৪-এর ডিসেম্বরে শেষ হওয়া প্রান্তিকে ৪,৫০০% নিট মুনাফার সাথে উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে। এই কোম্পানি, বাল্ক সবজি ও ফলের ব্যবসায় অভিজ্ঞ, কৃষকদের থেকে সরাসরি তাজা শাক-সবজি সংগ্রহ করে দোকানদারদের কাছে পৌঁছে দেয়। গুজরাট ইনজেক্ট (কেরালা), ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ২১.১৬ লক্ষ টাকার নিট মুনাফা করেছে, যা আগের বছরের ০.৪৬ লক্ষ টাকার লাভের থেকে ৪৫ গুণ বেশি এবং ৩১৫.২৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব আয় করেছে, যা আগের বছরের ২১.৫৯ লক্ষ টাকার থেকে ১,৩৬০% বেশি। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে শেষ হওয়া নয় মাসে, গুজরাট ইনজেক্ট (কেরালা) -এর রাজস্ব ৩,৯০৬% -এ দাঁড়িয়েছিল, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ৩৬.৯৬ লক্ষ টাকা ছিল। এই নয় মাসের মোট নিট মুনাফা ছিল ৯৪.৪০ লক্ষ টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের ৪.৪৮ লক্ষ টাকার নিট মুনাফার চেয়ে ২,০০৭% বেশি। কোম্পানির শেয়ার মূল্য ছিল ১০ টাকা, যা এই ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ -তে ২৭.১৩ টাকায় বন্ধ হয়। কোম্পানির বাজার মূলধন ৩৯.০৪ কোটি টাকা, এবং বিগত বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপের অভাব সত্ত্বেও, গত দুই বছরে গুজরাট ইনজেক্ট (কেরালা)- এর কর্মক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। ভালো পারফরম্যান্সের ফলে গত মাসে শেয়ারের দামও ৩৫% পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়াও, লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে, যা শেয়ারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক গতির ইঙ্গিত।

আয়োডাইজড নুন:আয়োডিনের অভাবজনিত ব্যাধির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের শীর্ষ নায়ক

জলপাইগুড়ি: নুন, রান্নাঘরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী, যা রান্নার স্বাদ বাড়ানোর সাথে সাথে শরীরের ইলেকট্রোলাইট হিসাবে কোষের কাজকর্ম সচল রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নুনের আয়োডাইজেশনের জন্য ১৯৫০ সালে একটি জনস্বাস্থ্য উদ্যোগের সূচনা করা হয়, যখন ভারতকে আয়োডিন ডেফিশিয়েন্সি ডিসঅর্ডারের (IDD) মতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে কাংড়া ভ্যালি প্রোজেক্টের সাফল্যই সার্বিক নুন আয়োডাইজেশন (USI) কর্মসূচির ভিত তৈরি করে, যা ১৯৯২ সালে সরকারিভাবে লঞ্চ হয়। প্রকল্পটি আয়োডিনের অভাবকে দূর করতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে, পটাশিয়াম আয়োডেট দেওয়া আয়োডাইজড নুন এর সবচেয়ে কার্যকরী ও অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়কর সমাধান। এই যাত্রর আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ পার্টনারশিপ হল টাটা সল্টের সাথে, যা ১৯৮৩ সাল থেকে আয়োডাইজড নুন ব্র্যান্ডকে গাইড করছে। বর্তমানে, স্বাস্থ্য-সচেতন সমাজে, মানসিক বিকাশ এবং সুস্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য আয়োডিন এবং জিঙ্কের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোজকার ডায়েটে এটি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়ার ফলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তবে, কম পরিমাণে খেলেও, টাটা সল্ট জরুরি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোর ধারাবাহিক গ্রহণে সাহায্য করে, কারণ এই ব্র্যান্ডের নুন সমস্ত মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। টাটা সল্টের অধীনে, ভারত সর্বজনীন লবণ আয়োডিনাইজেশন (ইউএসআই) কর্মসূচি জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদিও এখনও সম্পূর্ণ কভারেজ প্রদান করা সম্ভব হয়নি, তাই, তাই সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কোম্পানি নতুন করে জোর দিচ্ছে, যাতে এর সুবিধা দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছায়।

শিলিগুড়িতে পিএনবি হোম লোন এক্সপো শুরু, ক্রেতাদের ব্যাপক সাড়া

শিলিগুড়ি: নিউ জলপাইগুড়ি (শিলিগুড়ি) সার্কেল দ্বারা আয়োজিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) হোম লোন এক্সপো শুরু হয়েছে ৭ জুলাই। শিলিগুড়ির সহকারী পুলিশ কমিশনার শ্রী রবীন থাপার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে পিএনবি-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম নয়াদিল্লির পিএনবি প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অতীশ রাউত এবং নিউ জলপাইগুড়ি (শিলিগুড়ি) সার্কেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও সার্কেল হেড শ্রী মনীশ দেববর্মা। ৭ এবং ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত দু-দিনের এই এক্সপোতে টাটা সোলারের সঙ্গে শিলিগুড়ির ১২ জন স্বনামধন্য নির্মাতা একসঙ্গে মিলে বাড়ি বা জমি কিনতে চলেছেন এমন ক্রেতাদের রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন এবং অর্থায়নের বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে অনেক কিছু জানান। এই এক্সপো হোম লোনের চাহিদা মেটাতে তৈরি পিএনবির বিশেষ হোম লোনের সুবিধাগুলিকে সামনে থেকে দেখার এবং বোঝার সুযোগ দিয়েছে। এক্সপোতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে, ১৪১ জন গ্রাহক পিএনবি-র মাধ্যমে হোম লোন নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। শিলিগুড়ির রিয়েল এস্টেট সেক্টর স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার মূল চালিকাশক্তি পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং জমি-জমা সম্পর্কিত সম্পত্তির বাড়তে থাকা চাহিদা। এক্সপোতে শীর্ষস্থানীয় নির্মাতাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলের প্রতি বাড়ি ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ যথেষ্ট বেশি। পিএনবি'র এই উদ্যোগের লক্ষ্য এই ক্রমবর্ধমান বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অর্থায়ন সমাধান নিয়ে এসে আপনার বাড়ির মালিক হয়ে ওঠার স্বপ্নকে আরও সহজ করে তোলা।

ব্লু রিবন ব্যাগসের সহযোগিতায় ভি-এর নতুন পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম টেলিকম অপারেটর, ভি, তার পোস্টপেইড আন্তর্জাতিক রোমিং প্যাকগুলিতে ব্যাগেজ সুরক্ষা পরিষেবাগুলিকে একত্রিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক হারানো ব্যাগেজ কনসির্জ পরিষেবা, ব্লু রিবন ব্যাগের সাথে সহযোগিতায় ভি পোস্টপেইড গ্রাহকরা এখন বিলম্বিত বা হারানো লাগেজের জন্য প্রতি ব্যাগে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১৯,৮০০ টাকা পেয়ে যেতে পারেন। গত বছরের SITA-এর একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী ৩ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি ভ্রমণের সময় ব্যাগ হারিয়েছে অথবা বিলম্বে পেয়েছে, যা ব্যাগেজ সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ব্যাগ ভুলভাবে পরিচালনা করার ফলে ভ্রমণকারীদের এই সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। মহামারীর পরে বিদেশে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগাম ভবিষ্যতে যাতে তাদের এমন সমস্যায় না পড়তে হয়, তাই ভি তার গ্রাহকদের জন্য ব্যাগেজ সুরক্ষা পরিষেবা চালু করেছে। যদি তাদের ব্যাগেজ হারিয়ে যায় অথবা দেরি হয়, তাহলে কোম্পানি একটি সুরক্ষা জাল প্রদান করবে, যা তাদের উদ্বেগমুক্ত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দেবে। ভি পোস্টপেইড গ্রাহকরা আন্তর্জাতিক রোমিং প্যাক কেনার সময় ৯৯ টাকায় ব্যাগেজ সুরক্ষা পরিষেবা এক্টিভ করতে পারবেন। ভি অ্যাপের মাধ্যমে তারা হারিয়ে যাওয়া বা বিলম্বিত লাগেজগুলি দাবি করতে পারবেন। এই পরিষেবাটি পেতে, গ্রাহকদের ফ্লাইটে ওঠার আগে ব্লু রিবন ব্যাগে নিবন্ধন করতে হবে এবং ল্যান্ড করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি প্রতিবেদনটি জমা করতে হবে। যদি চার দিনের মধ্যে ব্যাগেজ ফেরত না দেওয়া হয়, তাহলে প্রতি ব্যাগে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১৯,৮০০টাকা প্রদান করে। ভি-এর এই আন্তর্জাতিক রোমিং পরিকল্পনাটি ব্যাপক সুবিধা প্রদান করবে, যার মধ্যে রয়েছে ২৯টি দেশে সীমাহীন ডেটা এবং কল, ১২২ টিরও বেশি দেশে সীমাহীন ইনকামিং কল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক লাইভ এজেন্ট সহায়তা। এটি গ্রাহকদের হাই রোমিং চার্জ ছাড়াই সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করে, যা গ্রাহকদের প্রতি ভি-এর প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

ভ্যালেন্টাইন ডে'র বিশেষ উপহার হয়ে উঠুক সুস্থতা সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড

কলকাতা: এই ভালোবাসা দিবসে সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে এক বাক্স ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড উপহার দিন আপনার প্রিয় মানুষটিকে। ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড সামগ্রিক সুস্থতাকে সমর্থন করে। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড উপহার দিয়ে বুঝিয়ে দিন আপনি আপনার প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের প্রতি কতটা যত্নশীল। বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান তার পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অ্যালমন্ড অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তার বক্তব্য "অ্যালমন্ড ছোটবেলা থেকেই আমার খাদ্যতালিকার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি আমার মেয়ের জীবনেও একই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলেছি।" ম্যাক্স হেলথকেয়ার ডায়েটিক্সের রিজিওনাল হেড ঋতিকা সমাদ্দার এবং ফিটনেস এবং সেলিব্রিটি প্রশিক্ষক ইয়াসমিন করাচিওয়ালার মতো একাধিক বিশেষজ্ঞ অ্যালমন্ডের অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ প্রতিহত করা, ওজন ঠিক রাখা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

ত্বক বিশেষজ্ঞ এবং কসমেটোলজিস্ট ডঃ গীতিকা মিত্তল ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অ্যালমন্ডের উপকারিতার কথা তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ মধুমিতা কৃষ্ণান সর্বোত্তম স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আয়ুর্বেদেও যে অ্যালমন্ডের গুরুত্বের কথা বলা রয়েছে, সেকথা জানিয়েছেন। এই ভালোবাসা দিবসে, ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ডের একটি বাক্স উপহার দিন - ভালোবাসার মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর এই বিশেষ অর্থপূর্ণ উপায়টি বেছে নিন।

৪,৯৮১ লক্ষ টাকার রাইটস ইস্যু লঞ্চ করল আল্ট্রাক্যাব

কলকাতা: ৪,৯৮১ লক্ষ টাকার রাইটস ইস্যু শুরু করেছে আল্ট্রাক্যাব (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। কোম্পানির বিস্তারের কৌশলে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে এই রাইটস ইস্যু। আল্ট্রাক্যাব-এর রাইটস ইস্যুর বিবরণ - (ক) সাবস্ক্রিপশন সময়কাল: ২৮ জানুয়ারি - ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, (খ) শেয়ার মূল্য: ১৪.৫ টাকা প্রতি শেয়ার, (গ) অধিকার অনুপাত: ৯:২৫, (ঘ) প্রস্তাবিত মোট শেয়ার: ৩.৪৩ কোটি ইক্যুইটি শেয়ার। কোম্পানির আর্থিক কর্মক্ষমতা - (ক) ২০২৪ অর্থবর্ষে নেট লাভ: ৫৯৮ লক্ষ টাকা (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি), (খ) ২০২৪ অর্থবর্ষে রাজস্ব: ১২,৪৩৯ লক্ষ টাকা। আল্ট্রাক্যাব (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ- (ক) ২৯টি দেশে কার্যকর, (খ) ৪০০+ ডিলার নেটওয়ার্ক, (গ) ৫৫+ সরকারি বিভাগকে পরিষেবা প্রদান, (ঘ) ১৫০+ কর্পোরেট গ্রুপকে সেবা, (ঙ) সম্মানিত ক্লায়েন্ট: ভেল (BHEL), এনটিপিসি

ULTRACAB®
WIRES & CABLES
GHAR SURAKSHIT - AAP SURAKSHIT

(NTPC), রিলায়েন্স (Reliance), গোদরেজ (Godrej)। আল্ট্রাক্যাব (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর রাইটস ইস্যুর উদ্দেশ্য - ইস্যু থেকে সংগৃহীত তহবিল যেসব কাজে ব্যবহার হবে: (ক) ঋণ পরিশোধ, (খ) কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধি, (গ) সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে।কোম্পানির প্রোমোটার নীতেশ বাঘাসিয়া ও পঙ্কজ শিঙ্গালা কোম্পানির বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আস্থা দেখিয়ে তাদের সম্পূর্ণ রাইটস অংশ সাবস্ক্রাইব করতে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

মহিলাদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা লঞ্চ করেছে বাজাজ অ্যালিয়ানজ

কলকাতা: বাজাজ অ্যালিয়ানজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ‘হেরাইজনকেয়ার’ (HERizon-Care) চালু করেছে, এটি একটি স্বাস্থ্য বীমা পণ্য যা কেবলমাত্র মহিলাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই বিস্তৃত পলিসিটি গুরুতর অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং আরও অনেক কিছুর সমাধান করে, যা তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করবে। এটি ভারতের প্রথম স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা যা একটি একক পলিসিতে একাধিক বিশেষায়িত কভার প্রদান করবে। হেরাইজনকেয়ার ১৮-৮০ বছর বয়সী মহিলাদের এবং ৯০দিন থেকে ৩৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের, নমনীয় পরিকল্পনা অফার করে। এর দুটি ব্যাপক বীমা পরিকল্পনা, ভিটা শিল্ড এবং ক্র্যাডল কেয়ার প্রদান করে, সেই সাথে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তৈরি ঐচ্ছিক কভারও অফার করে। ভিটা শিল্ড, ৩৪টি গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে কভারেজ অফার করে, যার মধ্যে সাধারণ এবং মহিলা-নির্দিষ্ট অবস্থা যুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, ঐচ্ছিক এক্সটেনশনের মধ্যে রয়েছে শিশু শিক্ষা, চাকরি হারানো এবং আনুষঙ্গিক খরচ। এটি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য সম্পদ প্রদান করে। ক্র্যাডল কেয়ার, মহিলাদের অনন্য প্রজনন স্বাস্থ্য যাত্রার জন্য একটি বিস্তৃত কভারেজ অফার করে। এটি সারোগেট কেয়ার, ওসাইট ডোনার কেয়ার এবং নার্চার নেস্ট কভার, মোদারহুড কভার, ফেটাল ফ্লারিশ কভার, প্রফিল্যাকটিক সার্জারি কভার, এবং লিগ্যাল এক্সপেন্স সাপোর্টেড এর মতো অতিরিক্ত ঐচ্ছিক কভারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের লক্ষ্য মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার গঠনের যাত্রার জন্য সামগ্রিক সুরক্ষা প্রদান করা। এই প্রসঙ্গে সময়, বাজাজ অ্যালিয়ানজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও, তপন সিংহেল বলেন, “নারীরা কর্মক্ষেত্রে, পরিবার এবং সমাজের মেরুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ সময়েই তাদের স্বাস্থ্যের সঠিক খেয়াল রাখা হয় না। তাই আমরা তাদের শারীরিক এবং মানসিক প্রতিটি দিককে গুরুত্ব দিয়ে নতুন ‘হেরাইজনকেয়ার’ স্বাস্থ্য বীমা চালু করেছি। এটি কেবল কভারেজই দেয় না, বরং যত্ন, মর্যাদা এবং নিশ্চিত করে যে কোনও মহিলা যাতে তার অসুস্থতার সময় একা বোধ না করেন।”

নতুন ডেটিং সুরক্ষা নির্দেশিকা চালু করেছে টিন্ডার

কলকাতা: নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস উপলক্ষে, সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ (CSR) -এর সহযোগিতায় টিন্ডার হিন্দি, মারাঠি, কন্নড় এবং বাংলা এই চারটি ভারতীয় ভাষায় একটি ডেটিং সুরক্ষা নির্দেশিকা চালু করেছে। এই নির্দেশিকাটি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এনজিওর দক্ষতা, গবেষণা এবং অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করবে। ভারতে অনলাইন ডেটিং সুরক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা এবং সচেতনতা বাড়াতে টিন্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টিন্ডারের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে যে ভারতের সিঙ্গেল ব্যক্তিরা প্রথম ডেটে যাওয়ার আগে “নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা”কে গুরুত্ব দেয় এবং ৩৭% ব্যক্তিরাই তাদের ম্যাচের সাথে ডেটে যাওয়ার আগে ভিডিও কলের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়। অ্যাপটি তার নির্দেশিকাটি হিন্দি, মারাঠি, কন্নড় এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে, যার লক্ষ্য একটি সংযুক্ত এবং অর্থবহ ডেটিং অভিজ্ঞতা প্রদান করা। ইংরেজিতে চালু হওয়া টিন্ডার ডেটিং সেফটি গাইডটি তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের অনলাইন এবং ব্যক্তিগতভাবে ডেটিংয়ের জন্য ব্যবহারিক টিপস প্রদান করে, যার ফলে, তারা আরও বেশি ভারতীয় তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে পৌঁছতে এবং নিরাপদ ডেটিং অনুশীলন প্রচার করতে পারবে। এটি ব্যবহারকারীদের ভালো এবং খারাপ লক্ষণ সনাক্ত করতে, সম্মতি স্পষ্ট এবং ক্ষমতায়ন করতে এবং ফটো যাচাইকরণ, আনম্যাচ এবং ব্লক কন্টাক্টের মতো স্মার্ট সুরক্ষা সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করতে শেখায়। টিন্ডার ‘আপনি কি সুরক্ষিত?’ এবং ‘এটি কি আপনাকে বিরক্ত করে?’ এর মতো আপডেটেড AI কার্যকারিতা সহ নিরাপত্তায় বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে। নির্দেশিকাটির লক্ষ্য অনলাইন এবং অফলাইনে ডেটিং অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে তোলা। টিন্ডারের মূল কোম্পানি ম্যাচ গ্রুপের ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়োয়েল রথ বলেন, “আমরা নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস উপলক্ষে, ম্যাচ গ্রুপ টিন্ডার ডেটিং সেফটি গাইড চালু করতে পেরে আনন্দিত, যা ভারতীয় তরুণ ডেটিংকারীদের ব্যবহারিক টুলস এবং টিপস দিয়ে সাহায্য করবে। একইসাথে, সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করে আমরা নিরাপদ ডেটিং সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করছি, যা আমাদের প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তার মানকে আরও জোরদার করবে।”

ইনফ্লুয়েন্সার ডিসক্লোজার গাইডলাইন লঙ্ঘন করেছে ভারতের ইনফ্লুয়েন্সাররা: এএসসিআই রিপোর্ট

কলকাতা: অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (ASCI), ইতিমধ্যেই তার টপ ইনফ্লুয়েন্সার কমপ্লায়েন্স স্কোরকার্ড প্রকাশিত করেছে, যেখানে ভারতের শীর্ষ ১০০ ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে ৬৯% সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররাই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছে। যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য ইনফ্লুয়েন্সারদের ASCI এবং CCPA - এর বিশেষ কিছু নির্দেশিকা মেনে চলতে হয়, যাতে ডিজিটাল মিডিয়াতে কিছু গোপন তথ্য প্রকাশে না আসে। সেখানে গবেষণায় দেখা গেছে যে ২০২৪ সালের মধ্যে ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে ফোর্বস ইন্ডিয়ার সেরা ১০০ জন ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারের ব্র্যান্ড-প্রচারগুলিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এমনকি, ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইনগুলিতে অ-সম্মতিমূলক অনুশীলন ব্যবহার হয়েছে। ফলে, এটি বিজ্ঞাপনদাতা, সংস্থা এবং প্রভাবশালীদের CCPA নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ উপাদান সংযোগ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে আইনের অধীনে কঠোর শাস্তি হতে পারে। রিপোর্ট অনুসারে, ১০০টি পোস্টের মধ্যে ২৯%-এ পর্যাপ্ত প্রকাশ ছিল, যেখানে ৬৯%-এ অ-প্রকাশ লঙ্ঘন ছিল। বেশিরভাগ লঙ্ঘনের কারণ ছিল প্রকাশের লেবেলের অনুপস্থিতি এবং বিশিষ্ট প্রদর্শনের অভাব। তবে, নন-কমপ্লায়েন্ট ইনফ্লুয়েন্সাররা তাদের পোস্ট সংশোধন করতে সম্মত হয়েছেন, যেখানে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল, টেলিকম পণ্য এবং পার্সোনাল কেয়ার খাতের লঙ্ঘনকারীর সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। ASCI-এর সিইও এবং সেক্রেটারি-জেনারেল মনীষা কাপুর বলেন, “এই রিপোর্টে দেখা গেছে যে শীর্ষ ইনফ্লুয়েন্সাররাও নির্দেশিকার নীতিগুলি মেনে চলছে না, যা এজেন্সি, প্রভাবশালী এবং ব্র্যান্ডের এই সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। ব্র্যান্ডগুলির উচিত এমন ইনফ্লুয়েন্সারদের নির্বাচন করা যারা আইন এবং তাদের দর্শকদের সম্মান করার পাশাপাশি এমন ব্র্যান্ডগুলির বিরোধিতা করা, যারা আইন লঙ্ঘন করে।” ২০২১ সালে নির্দেশিকা চালু হওয়ার পর থেকে ASCI, ৬০০০ এরও বেশি ইনফ্লুয়েন্সার বিজ্ঞাপনের মামলা প্রক্রিয়া করেছে। সম্প্রতি, তারা লিঙ্কডইন প্রভাবশালীদের জন্য তাদের নির্দেশিকা এবং আইন মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য একটি পরামর্শ প্রকাশ করেছে।

২১% বার্ষিক বৃদ্ধির সাথে আধার হাউজিং ফাইন্যান্স-এর অসাধারণ ফলাফল

কলকাতা: সম্প্রতি প্রকাশিত হল আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য তাদের তত্ত্বাবধানহীন আর্থিক ফলাফল। যেখানে, কোম্পানি ২১% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে উল্লেখযোগ্য লাভ করেছে। কোম্পানির FY25-এর তৃতীয় এবং নবম প্রান্তিকের পারফরম্যান্সের উল্লেখযোগ্য দিকগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদের (AUM) ২১% বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৯৭৬ কোটি টাকা, যার মোট ২,৮৬,০০০+ ঋণ অ্যাকাউন্ট, কর-পরবর্তী মুনাফা (PAT) ২২% বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল। যেখানে ব্যাংকের নিট মূল্য ছিল ৬,১১৪ কোটি টাকা। FY25-এর ৯ম প্রান্তিকের জন্য সম্পদের উপর রিটার্ন (ROA) ছিল ৪.৩%, যেখানে ইক্যুইটির উপর রিটার্ন (ROE) ছিল ১৬.৮%। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে মোট নিট মুনাফা (NPA) ৪ বিপিএস বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩৬% হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের এমডি এবং সিইও ঋষি আনন্দ বলেন, “আমরা এই FY25-এর প্রথম নয় মাস সফলভাবে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সাথে শেষ করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। আমাদের বার্ষিক ২১% লাভের সাথে বিতরণেও ২০% লাভ করেছি, যা একটি উল্লেখযোগ্য ফলক।” তিনি আরও জানান, “আমাদের এই আয়কর ছাড়ের বাজেট ঘোষণা ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ঋণগ্রহীতাদের উপকৃত করবে, পাশাপাশি PMAY-এর অধীনে ক্রয়ক্ষমতার উদ্যোগগুলিকে আরও উন্নত করবে। একইসাথে, কোম্পানি ১২টি নতুন শাখা চালু করতে চলেছে, যার ফলে এই অর্থবছরের মোট শাখার সংখ্যা ৩৪টিতে দাঁড়িয়েছে। আমরা আমাদের প্রচেষ্টা এবং আগামী সুযোগগুলির বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী, কারণ আমরা সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের সেবা করার জন্য আমাদের সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডিজিট লাইফ ইনস্যুরেন্স চার্ট সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, কলকাতার টপ পার্টনারদের সঙ্গে বিজনেস সামিট

কলকাতা: গো ডিজিট লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড, ভারতের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান নতুন যুগের ডিজিটাল লাইফ ইনস্যুরার কলকাতায় বিজনেস সামিটের আয়োজন করেছে, যা বাংলার টপ ইনস্যুরেন্স পার্টনার এবং ডিজিট লাইফের ম্যানেজমেন্টকে একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছে। চিফ বিজনেস অফিসার-রিটেইল, সন্দীপ ভরদ্বাজের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গের বাজারে কোম্পানির স্ট্র্যাটেজিক ফোকাসকে পুনরায় নিশ্চিত করার সাথে সাথে কলকাতার এলিট পার্টনারদের অসামান্য কৃতিত্বকে স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করেছে। ডিজিট লাইফ ইনস্যুরেন্স, অল্প সময়ের মধ্যে, সারা দেশে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে, মাত্র 16 মাসে রেভিনিউ 1,000 কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। কোম্পানি 1 বিলিয়ন টাকারও বেশি ক্লেম করেছে। এজেন্টদের দ্রুত অনবোর্ডিং সক্ষম করতে এবং গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে, ডিজিট লাইফ কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অফিসও খুলেছে এবং শিলিগুড়িতে আরেকটি অফিস করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজিট লাইফের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, গো ডিজিট লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ বিজনেস অফিসার-রিটেল, সন্দীপ ভরদ্বাজ বলেন, “আমরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিভিন্ন প্রযুক্তি-সক্ষম ইনস্যুরেন্স প্রোডাক্ট চালু করেছি এবং কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ আমাদের সম্প্রসারণের জন্য সবচেয়ে বড় বাজারগুলির মধ্যে একটি হবে কারণ এর বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটের ইতিমধ্যেই এখানে একটি বিশাল উপস্থিতি রয়েছে এবং আমাদের শক্তিশালী পার্টনারদের ভিত্তি ব্যবহার করে আমরা আগামী মাসগুলিতে আমাদের পরিধি আরও প্রসারিত করব।”

কেএফসি-এর বোনলেস রেঞ্জের সাথে সোচ লেস, এনজয় মোর

শিলিগুড়ি: কেএফসি-এর বোনলেস রেঞ্জের অতুলনীয় স্বাদ এবং ক্রাঞ্চের সাথে এপিক স্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, যা এতটাই সহজ এবং সুবিধাজনক যে গ্রাহকরা “সোচ লেস” হয়ে এই বোনলেস বিকল্পগুলি উপভোগ করতে পারবেন। চিকেন লাভার্সদের জন্য কেএফসি এই অসাধারণ স্বাদের মুচমুচে এবং ফিঙ্গার লিকিং বোনলেস রেঞ্জটি অফার করেছে, যা যেকোনো সময়ে মজার সাথে এনজয় করা যেতে পারে। রেঞ্জটির দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ৯৯/- টাকা থেকে। কেএফসি-এর এই বেস্টসেলিং মেনু থেকে গ্রাহকরা একই রেঞ্জের থেকে দুটি সুস্বাদু বোনলেস বিকল্প উপভোগ করতে পারে। বোনলেস চিকেন স্ট্রিপসের অসাধারণ মুচমুচে স্বাদে নিজেকে মেতে তুলুন, এগুলি হল সেরা ব্রেকফাস্ট- যা আপনি আপনার পছন্দের সসে ডিপ করে

খেতে পারেন। দুটি সসি ডিপ বিকল্পের মধ্যে রয়েছে স্বদেশী স্বাদের তন্দুরি এবং মশলাদার স্বাদের জন্য ন্যাশভিল। তবে যারা অল্প পরিমানে কিছু খেতে চান, তাদের জন্য কেএফসি সিগনেচার এপিক স্বাদের চিকেন পপকর্ন লঞ্চ করেছে, যা ভেতরে রসালো এবং বাইরে থেকে মুচমুচে। এই ৯৯ টাকা থেকে শুরু হওয়া বোনলেস রেঞ্জটি বর্তমানে কেএফসি-এর ১২০০+ এরও বেশি রেস্তোরাঁয় এবং ওয়েবসাইটে (https://online.kfc.co.in/) পাওয়া যাচ্ছে ডাইন-ইন এবং টেকঅ্যাওয়ের সাথে।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিবস পালন

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লক্ষ্মীর ভান্ডারের নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ তোলায় এক যুবককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের দুই বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কোচবিহারের কোতয়ালি থানার পানিশালার। ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে রিনা বেগম নামে পানিশালার এক মহিলা কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে লিখিত অভিযোগ করেন। ওই মহিলোর অভিযোগ, গত ১ ফেব্রুয়ারি পানিশালার দুয়ারে সরকারের শিবির বসে। সেখানে লক্ষ্মীর ভান্ডারের বরাদ্দ চালু রাখার কথা বলে তার কাছ থেকে একশো টাকা নেওয়া হয়। আরও কয়েকজনের কাছ থেকে একইভাবে টাকা নেওয়া হলে তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। সে সময় তাঁর স্বামী সিরাজুল হক সেই ঘটনার ভিডিয়ো করে ফেসবুকে আপলোড করেন। তা নিয়ে তাঁর স্বামীকে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা হুমকি দিয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযোগ রয়েছে পানিশালা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মজিবর রহমানের বিরুদ্ধে। মজিবর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “অভিযোগ একদম ঠিক নয়। ওই যুবক কম্পিউটার নিয়ে সেখানে বসে সরকারি প্রকল্পের ফর্মপূরণের নামে টাকা তুলছিলেন। সে কারণে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাতেই এমন করেছেন।”

পঞ্চাননের জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জাতির জনক মনীষী রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৬০ তম জন্মদিন পালন হল কোচবিহারে। ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চানন বর্মার জন্মদিবস পালন করা হয়। এদিন বিশিষ্ট পঞ্চানন অনুরাগী গিরিন্দ্রনাথ বর্মন নিজের বাসভবনে পঞ্চানন বর্মার জন্ম দিবস পালন করেন। ১৮৬৬ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উত্তরপূর্ব ভারতের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন গিরীন্দ্রনাথ। পরে পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় সমিতি গঠন করেন। সীমান্ত ঘেরা কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম খলিসামারির পঞ্চানন সরকার কালের গণ্ডি অতিক্রম করে পরিচিত হয়েছেন রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা হিসাবে। সমাজ বিজ্ঞানীরা তাঁকে মনীষী রূপে আখ্যায়িত করেছেন। পরিচয়ের এই বিবর্তনই প্রমাণ করছে তাঁর জীবন-কর্ম-সাধনার প্রাসঙ্গিকতা। পঞ্চানন থেমে থাকেননি। সব বাধা অতিক্রম করে ভেঙে ভেঙে নিজেকে তৈরি করেছেন। তাইতো তিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘তোর আশা সগায় করুক/তুই যেন কারো আশা না করিস।’

ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান, দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে রাজবংশী সমাজ। চারটি দেশের স্থায়ী অধিবাসী এমন জনগোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে আছে কি না তা নিয়ে চর্চার বিষয়। ইতিহাসের বিচারে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিকদের মতে, এই জনগোষ্ঠীর শাসকরা এই ভূখণ্ডের বিস্তৃত অংশ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালীন সামাজিক গোঁড়ামি ছিল পাথরের দুর্গের চেয়েও মজবুত। অকুতোভয় পঞ্চানন সেই গোঁড়ামির দুর্গে নিরন্তর আঘাত হেনে দুর্বল করে তুলেছিলেন। নারী স্বাধীনতা, কৃষি সংস্কার, রাজবংশী তরুণদের সৈনিকবৃত্তির পেশায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি বহুবিধ পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে বিপ্লব এনেছিলেন পঞ্চানন। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে একটি জাতিকে কুলীন সমাজের উপেক্ষা থেকে স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাহসের সঙ্গে তৎকালীন সমাজকে উপেক্ষা করে ধর্ষিতাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন পঞ্চানন। জেলায় জেলায় নারী আশ্রম বা নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করার কথা বলেছিলেন। অত্যাচারিত নারীদের স্বনির্ভর হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তিনি ‘নারী রক্ষা সেবক দল’ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এদিন রাজবংশী ভাষা একাডেমী, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি একাধিক সংগঠনের তরফ থেকে জন্মদিবস পালন করা হয় ।

কালভার্টের দাবিতে তুফানগঞ্জে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বেহাল কালভার্ট সংস্কারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসী। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লাল কলোনী এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বেহাল কালভার্ট দিয়ে দীর্ঘদিন থেকে যাতায়াত করছে এলাকার বাসিন্দারা। কালভার্টের দাবিতে প্রশাসনের কাছে বহু আবেদন জানিয়েও কিছু লাভ হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এই অবস্থায় বুধবার কালভার্টের দাবিতে টাকোয়ামারি-বোচামারি সংযোগকারী রাজ্য সড়ক অবরোধে করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়ে পড়ে রাজ্য সড়কের উপর। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে এই অবরোধ। গ্রামবাসীরা আরো অভিযোগ করেন, শীতের মরশুমে ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা রিংয়ের উপর দিয়ে যাতায়াত চললেও বর্ষায় বাড়ে দুর্গতি। বর্ষায় জলস্তর বাড়লে এই পথে যাতায়াত বন্ধ থাকে। বছরের পর বছর এমনটা চলতে থাকলেও প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কালভার্ট নির্মাণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে কোচবিহারে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ১৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার কোচবিহার এনজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেলের একটি ঘর থেকে ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার নাম কৃষাণ কুমার (২৬)। তার বাড়ি বিহারের বারাউনিতে। বুধবার গভীর রাতে ৩০৪ নম্বর রুমে তার সহপাঠীরা ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। এরপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে মৃত ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজন কোচবিহারে আসলে ময়নাতদন্তের পর পড়ুয়ার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের তরফে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। সে হিসেবে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, “ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।” প্রাথমিকভাবে অবশ্য পুলিশের ধারণা, প্রেমঘটিত কোনও কারণ থেকে আত্মহত্যা করেছে ওই পড়ুয়া।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ১২ টার পর ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে দেখতে পায় হোস্টেলের অন্যান্য পড়ুয়ারা। পরে খবর দেওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে। খবর পেয়ে তিনি কোচবিহার কোতয়ালি থানায় ফোন করে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান। ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহারে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল হোস্টেল চত্বরে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল নির্মল কুমার মন্ডল বলেন, “আমার কাছে রাত ১২ টায় খবর আসে যে কৃষাণ কুমার নামে এক ডাক্তারি পড়ুয়া গলায় গামছা দিয়ে হোস্টেলের রুমে আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে আমি কোতয়ালি থানার আইসি-কে ফোন করি। আমিও ছুটে আসি। এসে দেখি পুলিশ ওই পড়ুয়ার দেহ নামিয়েছে। পরে তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। কি কারণে বা কী জন্য সে আত্মহত্যা করলো তা এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টা তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।” তিনি আরও বলেন, “কয়েক মাস গেলেই ওই পড়ুয়া ডাক্তারের পড়া সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট পাবে। চার বছর ডাক্তারি পড়ার পর এভাবে আত্মহত্যা করবে। পরিবার কতটা কষ্ট পাবে। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।” মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ করা হয়।

ছেলের জন্মদিনে রক্তদান শিবির, এক নতুন উদ্যোগ রাজা বৈদ্যর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রক্তদান শিবিরের আয়োজন তো অনেকেই হয়, তবে ছেলের জন্মদিনে রক্তদান শিবির– এমন উদ্যোগ এই প্রথম। কোচবিহারের সমাজকর্মী রাজা বৈদ্য তার পুত্র সন্তানের জন্মের প্রথম দিনে এক রক্তদান শিবির তথা রক্তদান উৎসবের আয়োজন করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে রাজা বৈদ্যর স্ত্রী দেবস্মিতা চক্রবর্তী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। রাজা বৈদ্য, যিনি সারা বছর সমাজ সেবার কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন, তার পুত্র সন্তানের জন্মলগ্নে রক্তদান শিবির আয়োজন করার মাধ্যমে মানবিকতার বার্তা প্রচার করলেন। রক্ত সংগ্রহের কাজটি কোচবিহার সেন জনস অ্যাম্বুলেন্স ব্লাড ব্যাংক পরিচালনা করেছে। কোচবিহার সাগরদিঘিরপাড়ে অবস্থিত ব্লাড ব্যাংকের ভেতরে এই রক্তদান শিবির সম্পন্ন হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন-এর সদস্যরা এবং রাজা বৈদ্যর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তাদের

এই উদ্যোগ মানবতার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করল।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96